W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 119 /WBHRC/SMC/2017

Date: 28. 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eaisamay' and Pratidin, a Bengali daily dated 28.03.2017, captioned 'ব্লাডব্যাঙ্কেই নষ্ট ৮০০ ইউনিট রক্ত'

Investigating Wing of WBHRC is directed to conduct investigation and submit a detailed report in this regard before the Commission by 2nd May 2017

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

Encl: News Item Dt. 28.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and upload in the website.

০১৭

ব্লাডব্যাঙ্কেই নষ্ট ৮০০ ইউনিট রক্ত

এই সময়: রক্ত নিয়ে হাহাকার রাজ্যবাসীর সারা বছরের অভিজ্ঞতা। অথচ সেই রাজ্যেরই একমাত্র উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে ফেলা গেল প্রায় ৮০০ ইউনিট রক্ত। সোমবার সেন্ট্রাল ব্লাডব্যাঙ্কের এই ঘটনায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে স্বাস্থ্যমহলে।

রক্তরোগে ভোগা স্বামীর জন্য দু' ইউনিট বি-পজিটিভ রক্ত প্রয়োজন ছিল বারাসতের সবিতা পালের। একই গ্রুপের তিন ইউনিট রক্ত জরুরি ছিল এন্টালির দীপক চৌধুরীর। এসএসকেএমে তাঁর মামার হাঁটুতে আপৎকালীন অপারেশন করতে হত। প্রিয়জনের জন্য ৩ ইউনিট ও-পজিটিভ রক্ত দরকার ছিল টালিগঞ্জের অশোক রায়ের। থ্যালাসেমিয়ার শিকার নাতির জন্য ৪ ইউনিট এ-পজিটিভ রক্ত একান্ত জরুরি ছিল আরামবাগের গোপাল দত্তের। সকলেই প্রবল টেনশন নিয়ে সোমবার মানিকতলার সেন্ট্রাল ব্লাডব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রক্ত মিলবে তো!

বাস্তবে রক্ত মিলেছে বটে, কিন্তু কেউই প্রয়োজন মতো রক্ত পাননি। যাঁর দু' ইউনিট দরকার তিনি এক ইউনিট, যাঁর তিন ইউনিট দরকার তিনি বড়জোর দু' ইউনিট পেয়েছেন। তখনও অবশ্য তাঁরা কেউ জানতেন না, ওই ব্লাডব্যাঙ্ক থেকেই প্রায় ৮০০ ইউনিট রক্ত ফেলে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে চুপিসাড়ে। ওই সব রক্তের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়াতেই এ দিন তা নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন ব্লাডব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। কারণ হোল ব্লাডের পাশাপাশি আরবিসি প্যাক্ট সেলের (লোহিত কণিকা) মতো রক্ত উপাদানের মেয়াদ থাকে সংগ্রহের পর ৩৫ দিন পর্যন্ত। নষ্ট হয়ে যাওয়া এই রক্তের পাউচগুলির সিংহভাগেরই মেয়াদ পেরিয়েছে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে। কিছু রক্তের মেয়াদ ফুরিয়েছে অতিসম্প্রতি।

এ ভাবেই নষ্ট করা হল অমূল্য রক্তের প্যাকেট (ডানদিকে) সেই এক্সপায়ারি ডেটের লেবেল —এই সময়

বেলা গড়াতে এই বিপুল পরিমাণ রক্ত ফেলে দেওয়ার কথা জানাজানি হতে উত্তেজনা ছড়ায়। কারণ এর মধ্যে মজুত ছিল নেগেটিভ-সহ সব গ্রুপের রক্তই। অথচ আমজনতার অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনের সময়ে ব্লাডব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়ালে চাহিদা মতো রক্ত মেলে না। বরং ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে হাত টেনেই রক্ত সরবরাহ করা হয় রোগী-পরিজনের হাতে। দু' ইউনিট রক্ত দরকার হলেও তার জন্য পরের দিন আসতে বলা হয়। টালিগঞ্জের অশোক রায় বলেন, প্রয়োজনে যখন রক্ত না-মেলা এবং মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া রক্ত ফেলে দেওয়া— দু'রকম ঘটনাই যখন ঘটছে, তখন রক্তদান করে লাভ কী? তিনি জানান, রবিবারও তিনি এসেছিলেন সেন্ট্রাল ব্লাডব্যাঙ্কে। এক ইউনিট মোটে রক্ত মিলেছিল। এ দিনও এক ইউনিটের বেশি দেয়নি।

'এর চেয়ে তো দালালকে টাকা দিলে অন্তত জরুরি সময়ে রক্তটা মেলে'— মন্তব্য বারাসতের সবিতা পালের। ওয়াকিবহাল মহল অবশ্য মনে করছে, রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ক
অপরিণামদর্শিতার জেরেই রক্তের এই
রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত
মিত্র বলেন, 'শীতে চাহিদার তুলনায়
জোগান বেশি থাকে। কারণ রক্তদান শিবি
হয়। আর গরমে ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটে।
একই থাকলেও শিবির কম হওয়ায়
টান পড়ে। অথচ স্বাস্থ্যকর্তারা সারা বছ
শিবিরের সংখ্যাকে সুষম ভাবে ভাগ
পারেন না। ফলে শীতে রক্ত উদ্বৃত্ত হয়ে

এ দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে অবশ্য ব্লা
কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্তা—
করতে চাননি কেউই। সেন্ট্রাল ব্লাড
অধিকর্তা কুমারেশ হালদার বলেন, 'উ
কর্তৃপক্ষ কিছু জানতে চাইলে একমাত্র সে
জবাবদিহি করব।'

ওই ব্লাডব্যাঙ্ক প্রশাসনের একাংশের
আবার, এ দিন ফেলে দেওয়া রক্তের মধ্যে
মেয়াদ উত্তীর্ণ রক্ত ও রক্ত উপাদান
তেমনই ছিল সংক্রমিত পাউচও। রক্তদান
থেকে সেগুলো সংগ্রহের পর জানা গিয়ে
সেগুলির মধ্যে এইচআইভি/হেপাটি
বি/হেপাটাইটিস সি/ম্যালেরিয়া/যৌনে
জীবাণু রয়েছে। ফলে ফেলে দেওয়া ছাড়া
নেই। রাজ্যের উপ-স্বাস্থ্য অধিকর্তা (রক্তস
নয়ন চন্দ জানান, তিনি সংবাদমাধ্যমের
কথা বলতে নারাজ।

আকালে ড্রেনে ভাসল ২৮০ লিটার রক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : দুই ইউনিট চাইলে এক ইউনিট পাওয়া যায়। জেলা থেকে ছুটে আসতে হয় শহরে। জেলা হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাঙ্ক, সর্বত্র এক ছবি। রক্তের এই ভয়ঙ্কর আকালের মধ্যেই ৮০০ ইউনিট রক্ত ফেলে দিল মানিকতলা সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ব্লাড ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

রক্ত সংগ্রহের পর তার উপাদান পৃথক করা হয়। কখনও আবার 'হোল ব্লাড'-ই ধরে রাখা হয়। যদিও 'প্রসেস' হওয়ার আগে রক্তকে পাঁচটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এইচআইভি, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস বি ও সি, সিফিলিস। খরচ প্রায় ২-৩ হাজার টাকা। এত কাঠখড় পুড়িয়ে সংগ্রহ করা দামি রক্ত এভাবে ফেলে দেওয়া! বিষয়টি মানতে পারছেন না রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন। তাঁদের মত, এরপর সাধারণ মানুষকে রক্তদানের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করাই মুশকিল হয়ে যাবে। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন স্বাস্থ্য দফতরের পদস্থ কর্তারা। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মানিকতলা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রেতাসুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। তাঁর কথায়, ক্লাবগুলি রক্ত জল করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সেই রক্ত যদি এভাবে নর্দমায় ভেসে যায় তাহলে আর কেউ শিবির আয়োজনে উৎসাহ পাবে?" তাঁর দাবি, অবিলম্বে একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমন্বয় তৈরি করতে হবে। যাতে বিভিন্ন ব্লাডব্যাঙ্ক নিজেদের হেফাজতে থাকা রক্তের পরিমাণ ও তার 'একসপায়ারি ডেট' জানতে পারে।

কেন এমন হল? কেন ২৮০ লিটার রক্ত নর্দমায় ফেলতে হল?

মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্কের অধিকর্তা ডা. কুমারেশ হালদার কোনও ব্যাখ্যা দেননি। শুধু জানিয়েছেন, "যা বলার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলব।" এমন অবশ্য মাঝেমধ্যেই হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় নর্দমায় ভেসে গিয়েছে বহু রক্ত। বেশিরভাগ সময়ই বিষয়টি এত গোপনে করা হয় যে, তা প্রকাশ্যে আসে না। এমনটাই জানিয়েছেন রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী ডি আশিস। তাঁর কথায়, আমাদের রাজ্যে বছরে ১০ লক্ষ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন। ৭ লক্ষের সামান্য বেশি সংগৃহীত হয়।

ফেলে দেওয়া সেই রক্ত। —প্রতিদিন চিত্র

> যা বলার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলব, এ নিয়ে কিছু বলার নেই।
>
> ডাঃ কুমারেশ হালদার
> অধিকর্তা মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্ক

- হোল ব্লাড বা লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ৩৫ দিন। তারপর নষ্ট হয়ে যায় রক্ত।
- প্লাজমা বাঁচে ১২০ দিন।
- এক ইউনিট রক্তের দাম ১৪৫০ টাকা।
- এক ইউনিট 'সুস্থ' রক্ত প্রসেস করতে খরচ ২-৩ হাজার টাকা।

ঘাটতি থাকে প্রায় আড়াই লাখ ইউনিট। বহু মানুষকেই রক্তের জন্য চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে হয়। দুই ইউনিট চেয়ে মেলে এক ইউনিট। এই যখন পরিস্থিতি, তখন উলটপুরাণ মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্কে। আশিসবাবু সমন্বয়ের অভাবকেই এর জন্য দায়ী করেছেন। জানিয়েছেন, এক ইউনিট 'হোল ব্লাড' বা আরবিসি-র আয়ু ৩৫ দিন। সময়টা খুব কম নয়। এর মধ্যে রক্তের সদ্গতি করতে না পারাটা ব্যর্থতা ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়? আশিসবাবুদের প্রশ্ন, কেন জেলা হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজগুলির ব্লাড ব্যাঙ্ককে নিজেদের জমে যাওয়া রক্তের তথ্য জানাচ্ছে না সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক?

পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালিত ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে ৫৯ টি। বছরের বেশিরভাগ সময়ই ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি রক্তাল্পতায় ভোগে। বিশেষ করে পুজোর সময়, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের সময়, গরমকালে। বেশিরভাগ রক্তদান শিবির হয় শীতকালে। কিন্তু চাহিদা তো সারা বছর জুড়েই থাকে। মার্চে পরীক্ষার জন্য রক্তদান শিবির কমে যায়। ফলে, কমে যায় রক্তের জোগান। এই পরিস্থিতিতে রক্ত নষ্ট হওয়ার ঘটনা কেউ হজম করতে পারছেন না।